

কুমির



কুমির

আইইউসিএন অবস্থা : দুর্বল

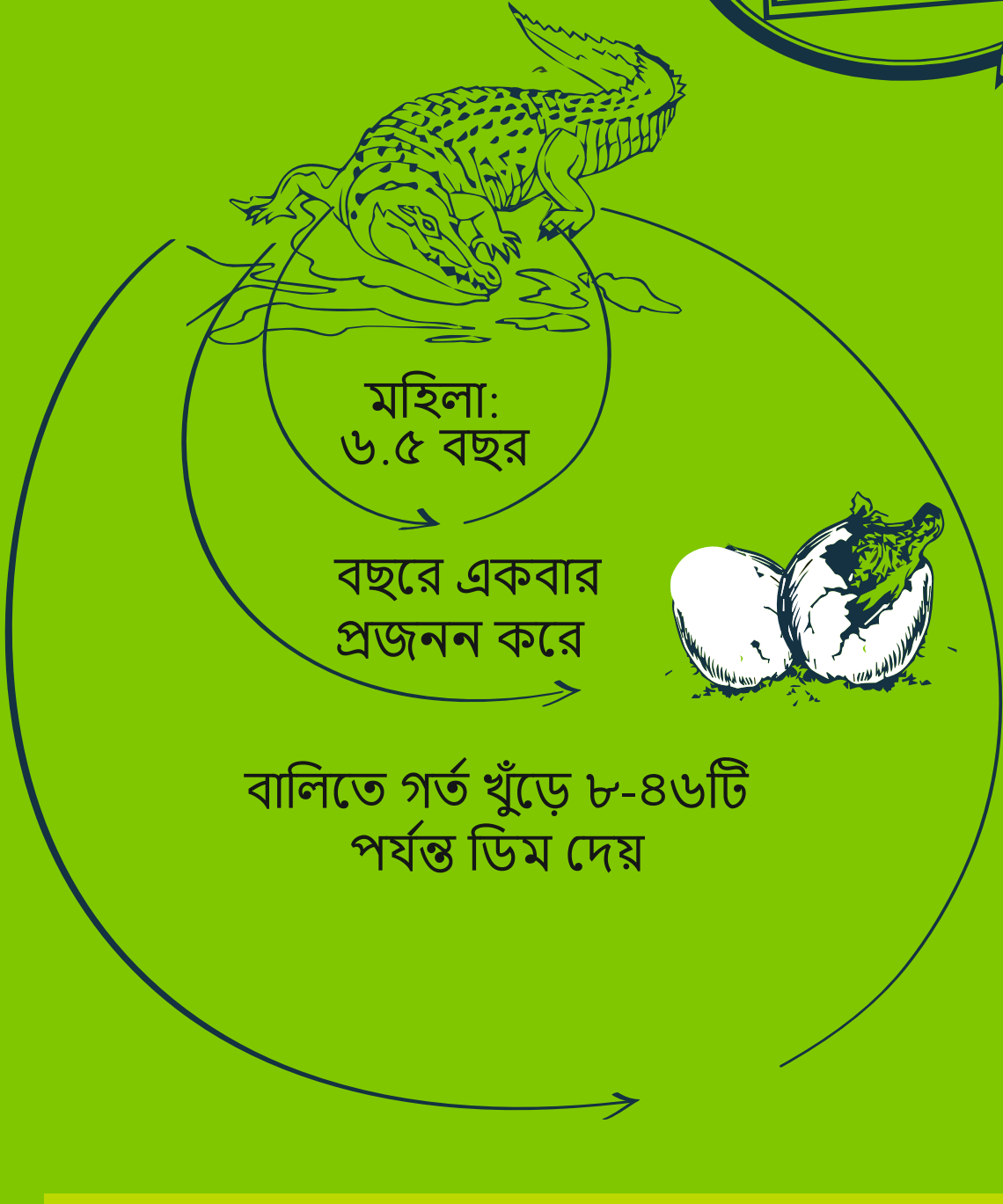
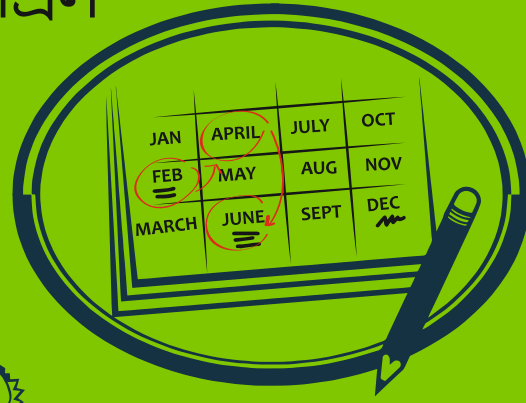
বাসস্থান

মিঠা জল এবং লোনা জল বাস্তুতন্ত্র

প্রজনন

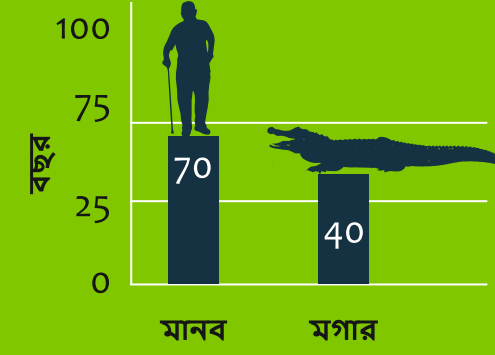
ডিম পাড়ে: ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল
ডিম ফুটে: এপ্রিল-জুন

প্রজননকাল



- নিশাচর কিন্তু দিনের বেলা শিকার করতে পারে
- মিঠা জলের হ্রদ, নদী এবং জলাভূমিতে বাস করে
- ভূমি এবং জল উভয় জায়গায় বাস করতে পারে
- সহজে দৃশ্যমান নয়; জমিতে ভালোভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং জলে নিমজ্জিত থাকে
- ঠান্ডা রক্তের, রোদে নিজেকে গরম করার জন্য উপকূলে রোদ পোয়ায়
- গরম বা ঠান্ডা হলে পিছু হটতে গর্ত খনন করে স্বল্প দূরত্বে হঠাৎ গতিতে আক্রমণ হতে পারে
- খুব ধারালো দাঁত আছে, প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কামড়
- শুণু পাতা শিকারী, আশ্চর্য আক্রমণ শুরু করার আগে শিকারের কাছাকাছি আসার জন্য অপেক্ষা করে
- উত্তেজিত হলে আক্রমণাত্মক হতে পারে

গড় জীবদশা



সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য:



ঘড়িয়াল

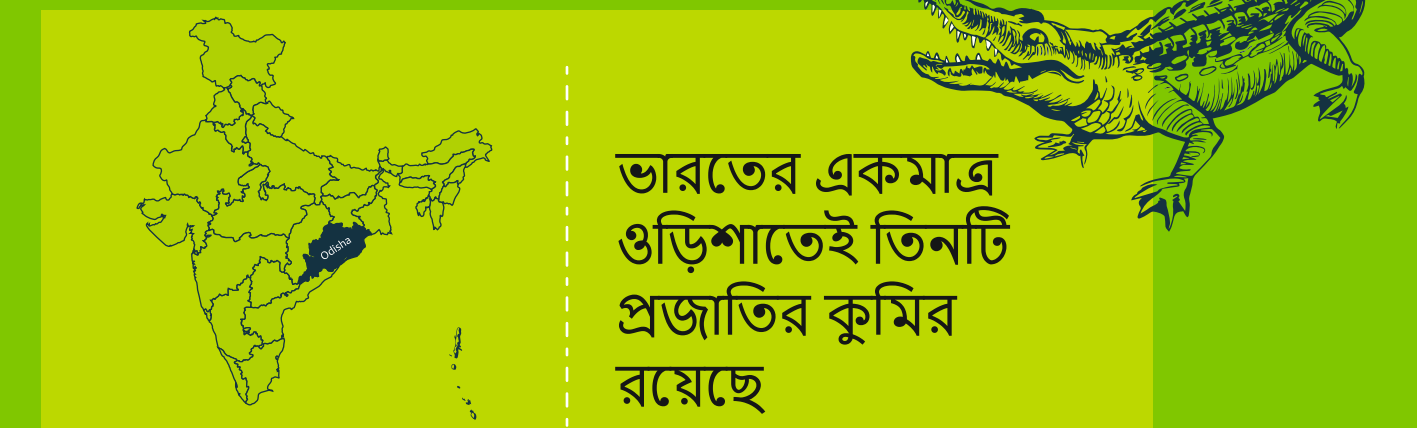
অবস্থা : সমালোচনা মূলকভাবে বিপন্ন

- মানুষের জন্য বিপদজনক নয়, মাছ শিকার করে
- এর খুঁতুতে কন্দবুদ্ধি থেকে এর নাম এসেছে, যা দেখতে অনেকটা 'ঘরা' বা ভারতীয় মাটির পাত্রের মতো
- পরিষ্কার জলাশয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক
- জমিতে দীর্ঘ দূরত্ব হাঠতে পারেনা, হুমকির ক্ষেত্রে অন্য জলপথে ছড়িয়ে পড়তে পারেনা
- জনসংখ্যার তীব্র হ্রাস, গুরুতরভাবে বিপন্ন

নোনা জলের কুমির

অবস্থা : ন্যূনতম উদ্ভিগ্ন

- প্রধানত ভারতের পূর্ব উপকূলে এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পাওয়া যায়; মোহনার লবণাক্ত জলে বাস করে
- ভারতে বিরল, শিকার এবং আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে ১৯৬০ সালে জনসংখ্যার একটি বড় পতনের সম্মুখীন হয়েছিল
- মগার এবং ঘড়িয়ালের বিপরীতে গাছপালা চিপিতে বাসা তৈরি করে



কুমিরের উপস্থিতি একটি ভাল জলাশয়ের প্রমাণ

বাসস্থান ক্ষতি, শিকার এবং প্রতিশোধমূলক হত্যা মগার জন্য প্রধান হুমকি

ম্যানগ্রোভ পরিষ্কার করার জন্য কৃষি এবং জলজ পালন আবাসস্থল ক্ষতি ঘটাবে

খরার সময় কুমির জলাশয়ের সন্ধানে দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করতে পারে

তুমি কি জানো?

মগার একসময় ব্যাপক সংখ্যায় ছিল, কিন্তু আজ তাদের জনসংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে

মাংস ও চামড়ার জন্য তাদের হত্যা করা হয়

মানুষ কুমিরের আবাসস্থলে গবাদি পশু চরায়, যা সংঘর্ষের কারণ হয়

বন্যার সময়, কুমিরগুলি শহুরে এলাকায় রাস্তায় এবং বাড়িতে ভেসে আসতে পারে।

মগাররা বিশেষ করে বর্ষাকালে তৈরি অস্থায়ী পুলের মাধ্যমে যাতায়াত করে।

ডিম- এর লিঙ্গ অণুস্ফুটন সময় তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা ২০১৭-২০২৩

একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি



Implemented by
GIZ
German Development Cooperation

